মল্লভূম অতীতে ও বর্ত্তমানে

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান বিভাগ।

কঙ্করময়, অরণ্যানী বেষ্টিত বিষ্ণুপুর অতি প্রাচীন স্থান। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান সমগ্র বাঁকুড়া ও মানভূম জেলা এবং বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত ছিল। মল্লভূম রাজ্যের স্থাপনা হইয়াছিল ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা "আদিমল্ল" কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম "রঘুনাথ"! প্রবাদ আছে যে রাজপুতনার কোন রাজা সস্ত্রীক তীর্থ যাত্রায় বাহির হন, শ্রীক্ষেত্রধাম যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং পথে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যান, বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার কৌতুহলপুর গ্রামে। রাণী এক সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জনৈকা বান্দী রমণী দ্বারা এই মাতৃহীন শিশু প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং এই শিশু-ই উত্তরকালে "আদিমল্ল" নামে খ্যাত! উত্তরকালে আদিমল্ল জোতবিহার প্রদেশের রাজা প্রতাপ নারায়ণকে পরাজিত করিয়া প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নরসিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজা নরসিংহ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছয়টী গ্রামের "সর্দ্দার" করিয়া দিলেন। আদিমল্ল চন্দ্রকুমারী নাম্নী জনৈকা কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ৭০৯ অব্দে আদিমল্লের মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র জয়মল্ল রাজা হইয়া প্রদ্যুম্নপুর জয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। জয়মল্লের পর পুত্র জগৎমল্ল প্রদ্যুম্নপুর হইতে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বিষ্ণুপুর হইল মল্লভূমের রাজধানী। জগৎমল্লের রাজত্ব কালে ধর্ম্মপূজা প্রচারক ও "শূন্যপুরাণ" রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী লেগো গ্রামে, কিন্তু তিনি বাস করিতেন বর্ত্তমান "ময়নাপুর" গ্রামে। তাঁহার জন্ম হয় আজ হ'তে প্রায় একহাজার বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য ও বৌদ্ধযুগের বহু স্মারকলিপি এখনও সেই স্থানে পাওয়া যায়—"ধর্ম্মপূজা" গ্রন্থ গদ্যকাব্যে রচিত—সুতরাং তিনিই প্রথম গদ্যকাব্য রচয়িতা। পরবর্ত্তী রাজাদের মধ্যে শিরসিংহের নাম উল্লেখ যোগ্য। (১৩০০ খৃষ্টাব্দ) তিনি দুর্গ ও পরিখা নির্ম্মিত করেন, তিনি খুব সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মল্লভূমের ইতিহাস উল্লেখ যোগ্য নয়, এবং এতকাল যাবৎ মল্লরাজগণ পূর্ব্ব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৬০০ অব্দে রাজা ধারিমল্ল

তদান্তীন বাংলার নবাবকে বাৎসরিক ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা কর দিবেন ইহা ঠিক হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা নিয়মিত ভাবে প্রদান করেন নাই এবং পর বৎসর তাহা বন্ধ করিয়া দেন, কার্য্যতঃ স্বাধীন সত্তাটুকু বজায় রাখিয়াছিলেন। ধারিমল্লের পর পুত্র বীর হাম্বির রাজা হইলেন। তিনি মল্লরাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, তিনি আকবরের সমসাময়িক। ১৬৭৫ অব্দে বাংলার নবাব দাঁয়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলেন; বীর হাম্বির তাঁহার সুশিক্ষিত "বাগ্দা" সৈন্যের দ্বারা দাঁয়ুদ খাঁকে পরাজিত করেন। যখন অম্বর যুবরাজ জগৎসিংহ বাংলায় আসিলেন দাঁয়ুদ খাঁর সেনাপতি কতুলু খাঁকে সায়েস্তা করতে, তখন বীর হাম্বির জগৎসিংহকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। যুদ্ধ হয় বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার অর্ন্তর্গত "ধরপুর" গ্রামে, এই ধরপুর গ্রামই সাহিত্য সম্রাটের লেখনীতে অমর হইয়া আছে। হাম্বিরের রাজত্বকালে যে সমস্ত সামন্ত রাজা তাঁহাকে কর দিতেন, তাহাদের মধ্যে সিমলাপাল, রাইপুর, লালগড়, ও মানভূমের রাজাদের নাম উল্লেখযোগ্য! হাম্বির দুর্গের ও পরিখার সংস্কার করিলেন—সেনা বাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং তাঁহারই রাজত্বকালে বিখ্যাত "দলমর্দ্দন" কামান ও "পাথর দরজা বা দুর্গদ্বার" নির্ম্মিত হয়। শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রবীনগণ যখন বৈষ্ণব গ্রন্থের পাণ্ডলিপি লইয়া বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন অর্থভ্রমে হাম্বিরের অনুচরেরা তাহা লুঠ করে, পরে হাম্বির ভুল বুঝিতে পারেন ও শ্রীনিবাসকে ডাকিয়া পাঠান। শ্রীনিবাসের মুখে ভাগবতের সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হাম্বিরের ভাবাবেশ উদয় হয়, এবং তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হাম্বির ব্যাপকভাবে রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরের যশগৌরব উজ্জলতম রূপে প্রতিভাত হয় বৈষ্ণব যুগে। বীর হাম্বিরের মৃত্যুর পর ধারী হাম্বির, রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ, দুর্জ্জন সিংহ প্রমুখ রাজারা পর পর রাজত্ব করেন। রঘুনাথ সিংহের আমলেই বিষ্ণুপুর ক্ষমতার শীর্ষ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

রঘুনাথের সম্বন্ধে একটী চমৎকার গল্প আছে যে—কোন সময়ে রাজমহলে সাহসুজা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রঘুনাথ সেখানে যান এবং তিনি নিজেকে তথায় দেখিতে পান বন্দীরূপে—কৌশলে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সাহসুজা অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে "সিংহ" উপাধি দান করেন—তখন হইতে রঘুনাথ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাগণ "সিংহ" নামে খ্যাত। দুর্জ্জন সিংহের পর হইতেই মল্লভূমের পতন আরম্ভ হইল। পতনের ইতিহাস ঠিক পাওয়া যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫২ অব্দে মল্লভূম অধিকার করে—তখন মল্লভূমে নাম মাত্র একজন রাজা ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন যিনি রাজা ছিলেন তাঁহাকে ৪৫০০ টাকা বৃত্তি দিতেন। এখনও বিষ্ণুপুরে একজন রাজবংশধর আছেন—গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যৎসামান্য বৃত্তি দিয়া থাকেন। এখন মল্লভূম তালুক বর্দ্ধমান মহারাজার অধীন। বর্দ্ধমান মহারাজ ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায়

উক্ত তালুক ক্রয় করেন। ১৮৫৩ অব্দে বাঁকুড়া জেলার নামকরণ হয় এবং বিষ্ণুপুর হয় মহকুমা।

বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য শিল্প ও মন্দির সমূহ—মল্লভূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺শ্রীশ্রীমৃন্ময়ী মল্লরাজবাটিতে আজিও বিরাজমানা। এবং ৺মৃন্ময়ী দেবীর মন্দির, নির্ম্মিত হয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা আদিত্যমল্লের আদেশানুসারে। বীর হাম্বির মল্লেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং মদন গোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বীর হাম্বিরের পরবর্ত্তী রাজগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদের আমলে যত মন্দির নির্ম্মিত হয় সবই "রাধাকৃষ্ণের" এইজন্য বিষ্ণুপুরকে "গুপ্ত বৃন্দাবন" বলা হয়, রাজা রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরের ৫টি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন, তাহাদের মধ্যে "লালবাঁধ" উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথ আরও কয়েকটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহার মধ্যে "জোড়বাংলা" ও "কালাচাঁদের" মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পরবর্ত্তীকালে বীরসিংহ "লালজীর" ও দুর্জ্জন সিংহের "মদন মোহনের" মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মদন মোহনের মন্দির মল্লরাজ বংশের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

লালবাঁধের নিকট "দলমর্দ্দন বা দলমাদল" নামে পরিচিত যে কামানটি রহিয়াছে, বিষ্ণুপুর রাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের মধ্যে তাহা একটি প্রধান কীর্ত্তি। কামানটী ইস্পাতের তৈয়ারী। এতকাল প্রকৃতির অবাধ অত্যাচার সহ্য করিয়াছে কিন্তু কোন অংশ নষ্ট হয় নাই। কামানটী বিষ্ণুপুরের কারিকরের দক্ষতার পরিচায়ক। কামানটী দৈর্ঘ্যে ১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। প্রবাদ—দুর্দ্ধর্ষ মারহাট্টা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলেন রাজ-বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ নিজে এই দুর্দ্ধর্ষ "দলমর্দ্দন" কামান সাহায্যে ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাজিত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। বিষ্ণুপুরবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস আজিও বর্ত্তমান। কলিকাতার বাগবাজারের ৺শ্রীগোকুল মিত্রের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজ করিতেছেন। বিষ্ণুপুরের দেব-বিগ্রহের মত সুঠাম, শ্রীমূর্ত্তি উত্তর (Northern) ভারতে খুব কমই দেখা যায়। দুর্গদ্বার বিষ্ণুপুরের আর একটী দর্শনীয় বস্তু। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন বিষ্ণুপুরের মন্দির সমূহ (বিশেষতঃ জোড়বাংলা কালাচাঁদ ও মদনমোহনের মন্দির) বাংলা দেশের শিল্প ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে এই সব চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্য শুধু বাঙ্গালার গৌরব নয় তথা ভারতের গৌরব। মন্দির গাত্রে প্রোথিত ইষ্টকোপরি নানা প্রকার প্রতিকৃতি তৎকালীন সমাজের বহুতথ্য গবেষণাকারিগণের নিকট প্রকাশ করিতেছে।

Government Archeological Department হইতে এই সকল মন্দির ও অন্যান্য কীর্ত্তি রক্ষিত হইতেছে।

সঙ্গীত চর্চ্চা :— চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত চর্চ্চা হয়। তখন মল্লরাজগণ সঙ্গীত শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ দিল্লী হইতে তানসেনের বংশধর বাহাদুর খাঁকে (সেন) বিষ্ণুপুরে আনয়ন করেন। বাহাদুর খাঁ আজীবন বিষ্ণুপুরে সভাগায়কের পদে থাকিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা ও শিক্ষা দান করেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ৺গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী সভাগায়কের পদ পূরণ করেন। ৺গদাধর চক্রবর্ত্তীর শিষ্যগণের মধ্যে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৺অনন্ত লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদু ভট্টের নাম প্রধান। বিষ্ণুপুরে যদু ভট্টের নাম সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ভারতের সর্ব্বপ্রথম স্বরলিপি আবিষ্কার কর্ত্তা! দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানের যে সকল ব্যক্তি সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা অনেকেই স্বরলিপি আবিষ্কার কর্ত্তার নাম জানেন না। ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যগণের মধ্যে ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সঙ্গীত বিশারদ ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৺যন্ত্রবিশারদ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান। ইঁহারা সকলেই ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত কলার চরম আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ভারত বিখ্যাত গায়ক! আজ বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত চর্চ্চার যে বৃদ্ধি হইয়াছে ও সঙ্গীতের মর্য্যাদা হইয়াছে—তাহার মূলে রহিয়াছে বিষ্ণুপুর এই জন্য বিষ্ণুপুরের অপর নাম "ছোট দিল্লী"। বিষ্ণুপুরের অন্যান্য শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত। রেশম কাপড়, কাঁসা, পিত্তলের বাসন, শাঁখা প্রস্তুত প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাচীন কুটীর শিল্প বিষ্ণুপুরের বিশেষ উন্নত ছিল। বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত শিল্প ক্রমেই লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! শিল্পিগণের দুরবস্থার কথা ভাবিলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে।

মল্লভূমের মহান কীর্ত্তিসকল অরণ্যানি বেষ্টিত বিষ্ণুপুরের ঝোপে জঙ্গলে আজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিরাট জলাশয়সমূহ সংস্কারাভাবে নষ্টপ্রায়! যুগ যুগ ধরিয়া প্রকৃতির নানা অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বক্ষে করিয়া বিষ্ণুপুর আজিও গর্ব্ব অনুভব করে!

—বন্দেমাতরম্—

N. B. "Inreresting Historical Exents"—Halwellএর কিছু সাহায্য লইয়াছি।